মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা

যীশু বলেন—আমি আমার মণ্ডলী নির্ম্মান করিব, আর পাতালের দ্বার সকল তাহা পরাজিত করিতে পারিবে না। এটা একটি চমৎকার প্রতিজ্ঞা। বাইবেলের এই পদটি মণ্ডলী সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান বিষয় আমাদের কাছে প্রকাশ করে। আসুন সেগুলি আমরা তালিকা ভুক্ত করি ঃ

১। মণ্ডলী—যীশুর মণ্ডলী—"আমার মণ্ডলী"

২। মণ্ডলীর জন্য যীশুর একটি পরিকল্পনা আছে—আমি নির্ম্মান করব।

৩। যীশুর মণ্ডলী পরাজিত হবে না—এমনকি পাতালের দ্বার সকল তাহা পরাজিত করতে পারবে না।

পৃথিবীর সৃষ্টি থেকে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল এবং উপযুক্ত সময়ে ঈশ্বর তার পরিকল্পনাকে প্রকাশ করলেন। আমরা দেখব যে, ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল ভবিষ্যতের জন্য ও তা সুদূর প্রসারী। ঈশ্বর আমাদের জন্য মহৎ কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন। বর্ত্তমানে আমাদের যদি কোন সমস্যাও থাকে তবুও আমরা বিশ্বাসে ভবিষ্যতের অপেক্ষার থাকতে পারি।

এই অধ্যায়ে আপনি পাবেন ঃ

মণ্ডলীর উৎপত্তি—
মণ্ডলীর গৌরবময় ভবিষ্যৎ
মণ্ডলীর বর্ত্তমান অবস্থা
মণ্ডলীর উদ্দ্যেশ্য
মণ্ডলীর দুঃখভোগ

এই অধ্যায়টি আপনাকে সাহায্য করবে ঃ

- মণ্ডলী সম্বন্ধে ঈশ্বরের পরিকল্পনা প্রকৃতভাবে কখন শুরু হয়, তার ব্যাখ্যা দিতে—
- ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী যে মণ্ডলী তার মধ্যে যীশুর যে ভূমিকা আছে, তা জানতে—
- বর্ত্তমান সমস্যাগুলির মধ্যে ঈশ্বরের অনন্তকালীয় পরিকল্পনার বর্ণনা দিতে।

মণ্ডলীর উৎপত্তি ঃ

লক্ষ্য—১ কিভাবে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা শুরু হয়, তা বলতে পারা।

মণ্ডলী কোথা থেকে এল ? হতে পারে আপনার এলাকায় বহু শতাব্দি ধরে মণ্ডলী আছে অথবা সম্প্রতি শুরু হয়েছে। হতে পারে আপনার সম্প্রদায়ের কেউ সেখানে সুসমাচার প্রচার আরম্ভ করেছিল অথবা অন্য কোন স্থান থেকে কেউ যীশু বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করবার জন্য আপনার এলাকায় এসেছিল।

আপনার এলাকায় সুসমাচার পৌঁছাবার আগে—এমনকি যখন কেউ সুসমাচার সম্বন্ধে জানতো না—তখন ঈশ্বরের একটি পরিকল্পনা ছিল। ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা—তা আপনার জীবনকালে শুরু হয়নি। এমনকি যেখানে যীশু মৃত্যুভোগ করেছেন, সেই ক্রুশ থেকেও এ পরিকল্পনা আরম্ভ হয়নি। ঈশ্বরের পরিকল্পনা ঃ

> জগত সৃষ্টির পূর্ব্বেই আরম্ভ হয়েছিল। সাধু পৌল এই পরিকল্পনার বিষয় ইফিষীয় মণ্ডলীকে লিখেছেন—এইরূপে তিনি জগত পত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদের মনোনীতও করিলেন, তাঁহার সাক্ষাতে যেন পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই, এমনই তাহার প্রেম, যে তিনি পূর্ব্ব হইতে আপনার প্রীতি পূর্ণ ইচ্ছা অনুসারে আমাদের

বিষয় নিরূপিত করিয়াছিলেন যেন যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা আপন দত্তকপুত্র রূপে আমাদের গ্রহণ করেন (ইফিষীয় ১ঃ৪-৫)।

যীশু নিরুপিত সময়ে জগতে এলেন (গালাতীয় ৪ঃ৪) ঈশ্বর সম্বন্ধে সত্য শিক্ষা দিলেন, অনেক আশ্চর্য কাজ সাধন করলেন। লোকেরা তাকে অগ্রাহ্য করল, তারা তাকে ক্রুশে দিয়ে বধ করল। কিন্তু ঈশ্বর তাঁকে পূর্ণজীবিত করলেন।

যীশু তার পরিচর্যা যিহুদীদের মধ্যে আরম্ভ করলেন। অনেক যিহুদীরা তাকে অগ্রাহ্য করল কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে থাকলেন। পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীর কাছে আবার লিখলেন সেই নিগূঢ়তত্ত্ব এখন পবিত্র প্রেরিত ও ভাববাদীদের নিকট যেভাবে আত্মা দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, অতীতে পুরুষানুক্রমে তাহা মনুষ্য সন্তানদের নিকট সেইভাবে জানান হয় নাই; অর্থাৎ খ্রীষ্ট যীশুতে বিজাতীয়েরা সুসমাচারের দ্বারা যেন একই উত্তরাধিকারের অংশী,

একই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একই প্রতিজ্ঞার সহভাগী হয়, (ইফিষীর ৩ ঃ ৫-৬ পদ)।

অতএব, বিভিন্ন জাতীর মধ্যথেকে যারা যীশুতে বিশ্বাসী হয়েছে, তাদেরকে নিয়েই মণ্ডলী। সুসমাচারের মাধ্যমেই তারা এখন মণ্ডলীর অংশে রূপে পরিগণিত হয়েছে।

আপনার করণীয়

আপনার করণীয় নামক প্রত্যেকটি অংশে যে সব প্রশ্ন বা অনুশীলনী পাবেন, সেগুলি আপনাকে অধ্যায়টি পুনরালোচনা করতে ও পঠিত বিষয় কাজে লাগাতে সাহায্য করবে।

১। যে বিষয়টি সত্য তার বামদিকের অক্ষরের পাশে গোল চিহ্ন দিন।

ক) ঈশ্বরের পরিকল্পনা যীশুর মৃত্যুর সময়ে আরম্ভ হয়।

খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়।

গ) ঈশ্বর মণ্ডলী সম্বন্ধে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু থেকেই কাজ করছিলেন।

২। ইফিষীয় ৩ঃ৫-৬ পদ পুনরায় পড়ুন। নিম্ন-লিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লিখুন।

ক) কিভাবে ঈশ্বর তার পরিকল্পনাকে প্রকাশ করেছিলেন?

.....

.....

খ) ঈশ্বরের পরিকল্পনা কি ছিল?

.....

.....

এই অধ্যায়ের শেষে দেওয়া উত্তরগুলির সঙ্গে আপনার। উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মণ্ডলীর গৌরবময় ভবিষ্যৎঃ

লক্ষ্য—২ মণ্ডলী সম্বন্ধে ঈশ্বরের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার মধ্যে খ্রীষ্ট কিভাবে এলেন, তা বলতে পারা।

ঈশ্বর তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী খ্রীষ্টের মধ্যদিয়েই কাজ করছিলেন। মানুষ যে খ্রীষ্টকে অগ্রাহ্য করল তাতে ঈশ্বরের কাজ বন্ধ হয়ে যায় নাই। খ্রীষ্টের মৃত্যুও তাকে থামাতে পারেনি। ঈশ্বর তার পরিকল্পনা অনুযায়ীই কাজ করতে থাকলেন।

ভবিষ্যতের জন্য ও ঈশ্বরের পরিকল্পনা আছে, ঠিক উপযুক্ত সময় ঈশ্বর তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ শেষ করবেন। তিনি অতীতে পরাজিত হ'ন নাই এবং ভবিষ্যতেও হবেন না। বাইবেল আমাদিগকে বলে যে, মণ্ডলীর জন্য অনেক কিছু ঈশ্বরের ভাণ্ডারে আছে। যীশুর মৃত্যুর ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তিনি প্রার্থনা করলেন।

> পিতা, আমার ইচ্ছা এই, যাহাদের তুমি আমাকে দিয়াছ, তাহারা যেন আমি যেখানে থাকি সেখানে আমার সঙ্গে থাকে, যেন তুমি আমাকে যে মহিমা দান করিয়াছ, তাহারা আমার সেই মহিমা দেখিতে পায়, কারণ জগত পত্তনের পূর্ব্বে তুমি আমাকে প্রেম করিয়াছিলে (যোহন ১৭ ঃ ২৪ পদ)।

কোন এক সঠিক সময়ে ঈশ্বর এই প্রার্থনার উত্তর দেবেন। কোন একদিন মণ্ডলী খ্রীষ্টের সঙ্গে মিলিত হবে এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখতে পাব। কেহই সম্পূর্ণভাবে একথা বলতে পারেনা যে স্বর্গ দেখতে কেমন। তবে একথা সত্য যে যীশুর সঙ্গে মিলিত হতে পারলে সেটি চমৎকার বিষয় হবে!

এই বিষয়গুলি কেমন করে ঘটবে তা, আমরা বাইবেলে দেখতে পাই। যীশু তাঁর মণ্ডলীর জন্য পুনরায় এই জগতে নেমে আসবেন। এই ঘটনার বিষয় পৌল থিষলনীকীয় মণ্ডলীকে লিখেছেন ঃ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনী

সহ। প্রধান দুতের রব এবং ঈশ্বরের তূরীধ্বনিসহ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিবেন, আর খ্রীষ্টাশ্রিত সমস্ত মৃতেরা প্রথমে পুনরুত্থিত হইবে। ইহার পরেই আমরা, যাহারা জীবিত আছি ও অবশিষ্ট থাকিব ; আকাশে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাদের সহিত একযোগে আমাদের ও মেঘের মধ্যে তুলিয়া লওয়া হইবে ঃ আর এইরূপে সর্ব্বদা প্রভুর সঙ্গে থাকিব (১ থিষলনীকীয় ৪ ঃ ১৬-১৭)।

আমরা জানিনা এই সকল কখন ঘটবে। হতে পারে তা খুবই শীঘ্র ঘটবে, তবে ঈশ্বরই ঠিক সময়টি জানেন।

আপনার করণীয়

৩। নীচের শূন্যস্থান গুলিতে সঠিক শব্দ (বাক্য) ব্যবহার করুন ঃ

ক) যেহেতু অতীতে ঈশ্বর তার পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়েছেন সেইজন্য আমরা বিশ্বাস করি যে, তিনি ..... ও করবেন।

খ) স্বর্গ সম্বন্ধে সব থেকে গৌরবময় বিষয় হলো আমরা ..... সঙ্গে থাকব।

গ) যীশু যখন মণ্ডলীকে নিতে আসবেন তখন ..... ধ্বনি হবে।

ঘ) মৃত এবং জীবিত বিশ্বাসীরা একত্রে .... সহিত মিলিত হবে।

৪। যীশু যোহন ১৭ ঃ ২৪ পদে প্রার্থনা করেছেন।

ক) ঈশ্বর আমাদিগকে আরোবেশী ভাল বাসবেন।

খ) আমরা তাঁর সঙ্গে স্বর্গে থাকব।

গ) পিতা মণ্ডলীকে তার হাতে দিবেন।

৫। প্রকাশিত ২২ ঃ ৫ পদ পড়ুন। কে স্বর্গে রাজা হিসাবে রাজত্ব করবেন ?

ক) স্বর্গদুতেরা।

খ) ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র।

গ) মণ্ডলী অথবা বিশ্বাসীবর্গ।

৬। মণ্ডলী সম্বন্ধে ঈশ্বরের পরিকল্পনার ব্যাখ্যা দিন।

.....

আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মণ্ডলীর বর্তমান অবস্থা ঃ

যদিও মণ্ডলীর অতীত ইতিহাস অতি চমৎকার এবং ভবিষ্যৎও গৌরবময় তথাপি বর্তমানে মণ্ডলীকে এই পৃথিবীতে বাস করতে হচ্ছে। অতীতে আমরা কোন অনন্তকালস্থায়ী রাজ্যে বাস করি নাই এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল বেঁচে থাকা সম্বন্ধে জানিনা কিন্তু বর্তমানে যেভাবে আমরা বেঁচে আছি এটাই আমরা জানি। আমরা যে সকল সত্য পাঠ করেছি, সেগুলি কিভাবে এখন আমাদের সাহায্য করবে ?

মণ্ডলীর উদ্দেশ্য ঃ

লক্ষ্য ঃ ৩ মণ্ডলীর বর্তমান দুটি লক্ষ্যের বিষয় বলতে পারা।

মণ্ডলীর কার্যকলাপ সম্পর্কে পরে আমরা আরও জানতে পারব কিন্তু এখন আমাদের অবশ্যই কয়েকটি মোটামুটি লক্ষ্য সম্বন্ধে জানা দরকার। ইফিষীয় মণ্ডলীকে লেখা পৌলের পত্রে আমরা পাই যেমন ঃ

"আমাকে এই অনুগ্রহ দেওয়া হইয়াছে যেন যে ধনের সন্ধান কেহই করিতে পারে না আমি সেই ধনের বিষয় বিজাতীয়দের কাছে প্রচার করি, এবং যে নিগূঢ়-তত্ত্ব আদি হইতে সকলের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে গুপ্ত

রহিয়াছে, তাঁহার পরিকল্পনা কি তাহা প্রকাশ করি ঃ তাহাতে এখন যেন মণ্ডলীর দ্বারা স্বর্গীয় স্থানের সমস্ত আধিপত্য ও কর্তৃত্বের নিকট ঈশ্বরের বহুবিধ বিজ্ঞতা প্রদর্শিত হয়। (ইফিষীয় ৩ ঃ ৮-১০)।

এখানে স্বর্গীয় স্থান বলতে আত্মিক যুদ্ধের একটি এলাকা বুঝাচ্ছে এবং আধিপত্য ও কর্তৃত্ব বলতে সেই সকল মন্দ আত্মাদের বুঝান হয়েছে, যারা মানুষকে মন্দ কাজের দিকে প্রলোভন দেয়। পৌল বলেন মণ্ডলীর প্রতি ঈশ্বরের একটি অভিপ্রায় যেন তার দ্বারা এই সকল মন্দ আত্মারা পৃথিবীতে পরাজিত হয়।

ইফিষীয় ৩ অধ্যায়ের পরবর্তী পদগুলির দিকে লক্ষ্য করুন। বাইবেল আমাদের কাছে বলে যেহেতু মণ্ডলীর উদ্দেশ্য যেন সে শয়তানকে পরাভূত করে, সেই কারণে আমরা সাহসের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্মুখে প্রার্থনায় উপস্থিত হতে পারি। (ইফিষীয় ৩ ঃ ১১-১৩ পদ)।

এই একই কারণে আমরা ঈশ্বরের শক্তিতে বলবান হয়ে দাড়াতে পারি (ইফিষীয় ৩ ঃ ১৪-১৬)।

এবং সব শেষে আমরা প্রেমে পরস্পর সঙ্গবদ্ধ হতে পারি (ইফিষীয় ৩ ঃ ১৭-১৯)।

মণ্ডলীর দ্বিতীয় সাধারণ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐ অধ্যায়ের পরবর্তী কয়েকটি পদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাব।

যিনি আমাদের মধ্যে সক্রিয় শক্তি অনুসারে আমাদের সমস্ত যাচ্না ও কল্পনার একান্ত অতিরিক্ত কর্ম্মও সাধন করিতে পারেন, মণ্ডলীতে এবং খ্রীষ্ট যীশুতে যুগে যুগে সমস্ত পুরুষানুক্রমে তাহারই মহিমা হোক। আমেন। (ইফিষীয় ৩ ঃ ২০-২১)

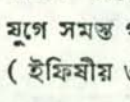

আপনার করণীয়

৭। পুনরায় ইফিষীয় ৩ অধ্যায়ের দিকে লক্ষ্য করুন। মণ্ডলীর ২টি উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের বিষয় আপনার নিজের ভাষায় লিখুন ঃ

ইফিষীয় ৩ ঃ ৮-১০ পদ। .....

.....

.....

ইফিষীয় ৩ ঃ ২০-২১ ।.....

.....

.....

আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

মণ্ডলীর দুঃখভোগ ঃ

লক্ষ্য ঃ ৪ খ্রীষ্টিয়ানেরা কোন কোন সময়ে এবং কেন দুঃখভোগ করেন, তা বলতে পারা।

কোন কোন সময়ে খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাসের কারণে দুঃখভোগ করে থাকেন। কোন কোন সময়ে মণ্ডলীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হতে পারে, যেহেতু আপনি একজন্য খ্রীষ্টিয়ান সেহেতু আপনার প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। কোন কোন সময়ে লোকেরা তাদের প্রতি অত্যাচার করে এবং তাদেরকে ভুল বুঝে এবং অনেকে তাদের বিশ্বাসের কারণেই তাদের সঙ্গে ঝগড়া বা মারধর করে। এটাকেই বলা হয়েছে "তাড়না"

এই প্রকার কষ্ট বা দুঃভোগ বুঝা অনেক সময় খুবই কঠিন। আপনি হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যদি আমার জন্য ঈশ্বরের এমন মহৎ পরিকল্পনা থেকে থাকে তবে কেন আমি কষ্ট পাই? এই প্রশ্নটি সহজ নয়। আসুন আমরা দেখি বাইবেল এ বিষয়ে কি বলে।

১। কিছু কিছু তাড়না স্বাভাবিক ভাবে খ্রীষ্টিয়ান অথবা নখ্রীষ্টিয়ান প্রত্যেক মানুষই ভোগ করে। যিনি খ্রীষ্টিয়ান তিনি অবশ্যই কষ্ট ভোগ করে থাকেন। পৌল যুবক তীমথীয়কে এই কথা বলেন "যতলোক ভক্তি-ভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের অবশ্যই নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে (২ তীমথীয় ৩ঃ১২। তবে এটা অবশ্য জেনে রাখা ভাল যে, তাড়নার সময় ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে থাকেন এবং তিনি আমাদের শক্তি দেন।

২। তাড়না একটি অনুগ্রহ। আমরা জানি যে, খ্রীষ্টের জন্য দুঃখভোগ করা সম্মানের বিষয়। কারণ যারা তাড়িত তাদের জন্য ঈশ্বরের একটি বিশেষ পুরস্কার আছে—এটি স্বতন্ত্র। পৌল ফিলীপীয় মণ্ডলীকে বলেন "কারণ খ্রীষ্টের নিমিত্ত তোমাদের এই অনুগ্রহ দান করা হয়েছে যে, কেবল তাহাতে বিশ্বাস করিবে তাহা নয় কিন্তু তাহার নিমিত্তে দুঃখভোগও করিবে।"

৩। তাড়না অল্পকালের জন্য বা ক্ষণস্থায়ী। তাড়না কখনও স্থায়ী হয় না। পৌল রোমীয় মণ্ডলীর প্রতি লিখেছেন "আমি বিবেচনা করি যে, আমাদের প্রতি যে মহিমা প্রকাশিত হইবে, তাহার সঙ্গে এই বর্তমান যুগের নানা দুঃখভোগ তুলনার যোগ্য নয় (রোমীয় ৮ ঃ ১৮)।

৪। তাড়নার দ্বারা পুরস্কার লাভ হয়। তাড়নার সময়কালে আমরা ভবিষ্যতের দিকে তাকাবার সুযোগ পাই। আমরা পৃথিবীর বাইরে স্বর্গের দিকেও দৃষ্টিপাত করতে পারি। ঈশ্বর আমাদের পুরস্কৃত করবেন। বাইবেল আমাদের বলে—"যদি ধৈর্য অবলম্বন করি, তবে তাঁহার সহিত রাজত্বও করিব (২ তীমথীয় ২ ঃ ১২)। ঈশ্বর একটি হিসাব রাখছেন ; যেমন আমরা দেখেছি যে মণ্ডলীর জন্য ঈশ্বরের বৃহৎ পরিকল্পনা আছে। আমরা সেই গৌরবময় ভবিষ্যতের অংশীদার হতে পারি কিন্তু আমাদের অবশ্যই পরীক্ষার মধ্যেও বিশ্বস্থ হতে হবে।

আপনি হয়তো বলতে পারেন "আমার পিতা আমাকে ত্যাগ করেছেন, কারণ আমি একজন খ্রীষ্টিয়ান। এটা খুবই দুঃখ জনক। কিন্তু এ ধরনের দুঃখভোগ স্বাভাবিক। আপনি বলতে পারেন ঈশ্বর আমাকে অনেক আত্মিক পিতা দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। আমার এই দুঃখ এবং সেইসাথে অন্যান্য আরও সব দুঃখ, সবই আমি পশ্চাতে ফেলে দেব, যখন খ্রীষ্ট মণ্ডলীর জন্য আসবেন।

আপনার করণীয়

৮। ঈশ্বরের অনন্তকালীয় পরিকল্পনার মধ্যে কেন মণ্ডলী কোন কোন সময়ে তাড়না ভোগ করে। .....

.....

.....

.....

আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন।

এই প্রথম অধ্যায়টি শেষ করার জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। দশম পৃষ্ঠায় আমরা সৃষ্টির আদি থেকে অনন্তকালীন রাজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা মণ্ডলীর উৎপত্তি এবং তার পরিণাম ও দেখেছি। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা মণ্ডলী সম্পর্কে বাইবেলের যে ব্যাখ্যা আছে তা, দেখতে চেষ্টা করব। যীশু যখন বলেন "আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব" একথার দ্বারা তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন ?

দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করার আগে আপনার প্রথম অধ্যায়ের ছাত্র রিপোর্ট পূরণ করুন।

আপনার উত্তর

৮। আপনার উত্তরের মধ্যে এই বিষয়গুলি থাকা প্রয়োজন তাড়না সকলের জন্য স্বাভাবিক। খ্রীষ্টের জন্য-তাড়না ভোগ করা সম্মানের বিষয়। আমরা এখনই তাড়না ভোগ করতে প্রস্তুত কারণ, পরে আমরা পুরস্কার পাব।

১। ক) ঈশ্বর তার মণ্ডলীর জন্য যে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছিলেন তা আরম্ভ হয়েছিল সৃষ্টির শুরু থেকে।

৭। ক) মন্দ আত্মাদের পরাজিত করতে।

খ) ঈশ্বরের জন্য গৌরব আনয়ন করতে।

(হতে পারে আপনার উত্তরে একই শব্দ ব্যবহার করেন নাই কিন্তু অর্থ ঠিক হলেই চলবে)।

২। ক) পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত ও ভাববাদীগণের মধ্যদিয়ে।

খ) যিহুদী ও পরজাতীয়দের এই দেহের সঙ্গে সংযুক্ত করতে। সুসমাচারের মাধ্যমে এই উভয় পক্ষই যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ উপভোগ করতে পারে।

৬। যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর জন্য পুনরায় আসবেন (তাঁর লোকদের জন্য)। মণ্ডলী অনন্তকালের জন্য তাঁর সঙ্গে বাস ও রাজত্ব করবে।

৩। ক) ভবিষ্যৎ

খ) যীশু খ্রীষ্ট

গ) (যে কোন একটি) প্রধান দূতের রব, ঈশ্বরের তূরীর রব, আনন্দ ধ্বনী,

ঘ) প্রভু

৫। গ) মণ্ডলী অথবা বিশ্বাসী—

৪। খ) আমরা তাঁর সঙ্গে স্বর্গে থাকব।